

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১



অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ৭, ২০২২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র, ১৪২৯/০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৩ ভাদ্র, ১৪২৯ মোতাবেক ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২২ সনের ১৬ নং আইন

দেশে মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষার প্রসার, দক্ষ ও যোগ্য চিকিৎসক তৈরি, চিকিৎসা সেবার মান এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপন এবং পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়সহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু দেশে মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষার প্রসার, দক্ষ ও যোগ্য চিকিৎসক তৈরি, চিকিৎসা সেবার মান এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপন এবং পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়সহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(১৫০৬৯)

মূল্য : টাকা ১৬.০০

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

- (ক) “কাউন্সিল” অর্থ বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল;
- (খ) “পরিদর্শন কমিটি” অর্থ ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত পরিদর্শন কমিটি;
- (গ) “পরিচালনা পর্ষদ” অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন গঠিত পরিচালনা পর্ষদ;
- (ঘ) “পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়” অর্থ আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়;
- (ঙ) “বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন” অর্থ বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬১ নং আইন);
- (চ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
- (ছ) “সংরক্ষিত তহবিল” অর্থ ধারা ৬ এর দফা (ঙ) এ উল্লিখিত সংরক্ষিত তহবিল; এবং
- (জ) “সাধারণ তহবিল” অর্থ ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সাধারণ তহবিল।

৩। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপন, ইত্যাদি।—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দেশের পরিবেশ, নিরাপত্তা, জনস্বার্থ, দেশে চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা ও চিকিৎসা শিক্ষার মান অক্ষুণ্ণ রাখা, প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের নির্ধারিত স্থান ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসংখ্যা এবং আর্থিক সক্ষমতা বা অন্য কোনো বিষয় বিবেচনাক্রমে, যদি সরকার কোনো স্থানে কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা যাইবে না মর্মে ঘোষণা প্রদান করে, তাহা হইলে এইরূপ কোনো স্থানে কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা যাইবে না।

(৩) কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ এইরূপ কোনো নামে স্থাপন করা যাইবে না, যে নামে এই আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ ইতঃপূর্বে স্থাপিত হইয়া উক্ত নামে বহাল রহিয়াছে, বা যে নামে পূর্বে কোনো মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু বর্তমানে উক্ত নামে কোনো মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ বহাল নাই বা উক্ত নামের সহিত প্রস্তাবিত নামের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

(৪) এই আইনের অধীন স্থাপিত প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ একটি স্বতন্ত্র আইনগত সত্তা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিবার,

অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার অধিকার থাকিবে এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৫) এই আইনের অধীন স্থাপিত প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ একটি অলাভজনক ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ সকলের জন্য উন্মুক্ত।—প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জন্মস্থান নির্বিশেষে সকল শ্রেণির যোগ্য শিক্ষার্থীর ব্যাচেলর অব মেডিসিন এন্ড ব্যাচেলর অব সার্জারি, ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারিসহ সকল কোর্সে ভর্তি, জ্ঞানার্জন এবং সাফল্যের সহিত কোর্স সমাপনান্তে সনদ প্রাপ্তির জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

৫। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের আবেদন।—ধারা ৬ এ বর্ণিত শর্তাবলি প্রতিপালন সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের জন্য সরকারের নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

৬। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের শর্তাবলি।—এই আইনের অধীন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ অন্যান্য ৫০ (পঞ্চাশ) জন শিক্ষার্থীর আসন বিশিষ্ট হইতে হইবে;

(খ) ৫০ (পঞ্চাশ) জন শিক্ষার্থীর আসনবিশিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজের নামে অন্যান্য ২ (দুই) একর এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের নামে অন্যান্য ১ (এক) একর এবং অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজের নামে অন্যান্য ৪ (চার) একর এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের নামে অন্যান্য ২ (দুই) একর জমি থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মেট্রোপলিটন এলাকায় ইতোমধ্যে একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজের নামে অন্যান্য ১ (এক) একর জমি থাকিতে হইবে;

(গ) প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের নামে যে জমি থাকিবে উহার উপর সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের মালিকানা নিরঙ্কুশ, নিষ্কণ্টক, অখণ্ড ও দায়মুক্ত হইতে হইবে;

(ঘ) প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ এবং উহাদের অধীন পরিচালিত হাসপাতাল কোনোক্রমেই ইজারাকৃত বা ভাড়া জমিতে বা ভবনে স্থাপন করা যাইবে না;

(ঙ) প্রস্তাবিত ৫০ (পঞ্চাশ) জন শিক্ষার্থীর আসনবিশিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজের নামে অন্যান্য ৩ (তিন) কোটি টাকা এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের নামে অন্যান্য

২ (দুই) কোটি টাকা যে কোনো তপশিলি ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে জমা থাকিতে হইবে এবং ইতোমধ্যে একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের নামে যে কোনো তপশিলি ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে ১ (এক) কোটি টাকা জমা থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ৫০ (পঞ্চাশ) এর অধিক আসনের অতিরিক্ত প্রতি আসনের জন্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের ক্ষেত্রে ২ (দুই) লক্ষ টাকা সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে জমা থাকিতে হইবে এবং ব্যক্তি নামে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে আরও অতিরিক্ত ১ (এক) কোটি টাকা সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে জমা থাকিতে হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো জাতীয় ব্যক্তিত্বের নামে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ জমা রাখিতে হইবে না:

ব্যাখ্যা: এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(অ) “তপশিলি ব্যাংক” অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No 127 of 1972) এর Article 2 (j) এ সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank; এবং

(আ) “জাতীয় ব্যক্তিত্ব” অর্থ দেশের ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, গবেষণা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ক্রীড়া, রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ রক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পুরস্কার বা রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব;

(চ) প্রস্তাবিত ৫০ (পঞ্চাশ) জন শিক্ষার্থীর আসনবিশিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য অনূন ১ (এক) লক্ষ বর্গফুট ও হাসপাতাল পরিচালনা জন্য অনূন ১ (এক) লক্ষ বর্গফুট এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার বর্গফুট ও হাসপাতাল পরিচালনার জন্য অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার বর্গফুট ফ্লোর স্পেস সংবলিত সম্পূর্ণ অবকাঠামো থাকিতে হইবে;

(ছ) ৫০ (পঞ্চাশ) জন শিক্ষার্থীর আসনবিশিষ্ট প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের আবেদন করিবার অনূন ২ (দুই) বৎসর পূর্ব হইতে প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোসহ বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে ৭০ (সত্তর) শতাংশ বেড অকুপেন্সিসহ অনূন ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) শয্যার একটি আধুনিক জেনারেল হাসপাতাল, এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের ক্ষেত্রে অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) শয্যার একটি পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল হাসপাতাল চালু থাকিতে হইবে;

(জ) প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ কলেজ ও হাসপাতালে পৃথক ভবন থাকিতে হইবে;

- (ঝ) প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন বা বিধি-বিধান দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক পূর্ণকালীন শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষ, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি, মিলনায়তন, সেমিনার কক্ষ, অফিস কক্ষ, শিক্ষার্থীদের পৃথক কমন রুম, ফ্লোর স্পেস, শিক্ষক ও টেকনিক্যাল স্টাফ, শিক্ষা উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত পাঠাগার, ল্যাব, খেলাধুলা, বিনোদন ও শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কক্ষের জন্য পর্যাপ্ত স্থান ও অবকাঠামো থাকিতে হইবে;
- (ঞ) প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিদ্যমান, ক্ষেত্রমত, সরকারি বা বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত দূরত্বে স্থাপন করিতে হইবে; এবং
- (ট) প্রস্তাবিত এবং ইতোমধ্যে একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের হাসপাতালে দরিদ্র জনগণের জন্য সম্পূর্ণ বিনা ভাড়ায় ন্যূনতম ১০ (দশ) শতাংশ শয্যা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ ও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক জরুরি চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম থাকিতে হইবে।

৭। পরিদর্শন কমিটি।—(১) ধারা ৫ এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার, উক্ত আবেদন যাচাই-বাছাই এবং প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ পরিদর্শনের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি পরিদর্শন কমিটি গঠন করিবে, যথা:—

- (ক) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালক, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন (ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন) বা অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
- (গ) বেসিক সায়েন্সের অনূ্যন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
- (ঘ) ক্লিনিক্যাল সায়েন্সের অনূ্যন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
- (ঙ) বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
- (চ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপ-সচিব বা, ক্ষেত্রমত, সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি; এবং
- (ছ) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বা, ক্ষেত্রমত, সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পরিদর্শন কমিটির সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত পরিদর্শন কমিটির মেয়াদ, দায়িত্ব, ক্ষমতা, কার্যপরিধি, কার্যপদ্ধতি ও অন্যান্য শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। বিশেষ কমিটি।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অন্য যেকোনো বিশেষ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৯। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের অনুমতি।—(১) পরিদর্শন কমিটি প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের আবেদন যাচাই-বাছাই এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ পরিদর্শনের পর সরকারের নিকট উহার সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সরকার সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নিকট হইতে প্রয়োজনীয় আরও কোনো তথ্য চাহিতে পারিবে।

(৩) পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন এবং আবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সরকার—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী ধারা ৬ এ বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করিয়াছেন, তাহা হইলে সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে, আবেদনকারীর অনুকূলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের প্রাথমিক নীতিগত অনুমোদন প্রদান করিবে; অথবা

(খ) যদি এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, আবেদনকারী ধারা ৬ এ বর্ণিত কোনো শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইয়াছেন বা ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত কোনো কারণে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সরকার, আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, লিখিত আদেশ দ্বারা, আবেদনটি নামঞ্জুর করিতে পারিবে।

১০। একাডেমিক অনুমোদন।—(১) ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর অধীন প্রাথমিক নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্ত প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে উক্তরূপ অনুমোদনের শর্তাদি, যদি থাকে, প্রতিপালন সাপেক্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির পূর্বে সরকারের নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে, একাডেমিক অনুমোদনের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার উহার যৌক্তিকতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পরিদর্শন কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) পরিদর্শন কমিটি প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের আবেদন যাচাই-বাছাই এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ পরিদর্শনের পর সরকারের নিকট উহার সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৪) পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন এবং আবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সরকার সন্তুষ্ট হইলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে, আবেদনকারীর অনুকূলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক অনুমোদন প্রদান করিবে, যাহা চূড়ান্ত অনুমোদন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত একাডেমিক অনুমোদনের মেয়াদ হইবে ২ (দুই) বৎসর।

১১। একাডেমিক অনুমোদন নবায়ন।—(১) একাডেমিক অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে, একাডেমিক অনুমোদনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, একাডেমিক অনুমোদন নবায়নের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার উহার যৌক্তিকতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পরিদর্শন কমিটির নিকট সুপারিশসহ প্রতিবেদনের জন্য আবেদনটি প্রেরণ করিবে।

(৩) পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন এবং আবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সরকার সন্তুষ্ট হইলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে, আবেদনকারীর অনুকূলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক অনুমোদন নবায়ন করিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত নিবন্ধন নবায়নের আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিবন্ধন সনদ কার্যকর থাকিবে।

১২। কাউন্সিলে নিবন্ধন।—ধারা ১০ এর অধীন একাডেমিক অনুমোদনপ্রাপ্ত বা ধারা ১১ এর অধীন একাডেমিক অনুমোদন নবায়নকারী প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে কাউন্সিলের নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি।—ধারা ১০ এর অধীন একাডেমিক অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে সংশ্লিষ্ট কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বা পাবলিক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হইতে হইবে।

১৪। আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও ডেন্টাল ইউনিট স্থাপন।—(১) এই আইনের অধীন স্থাপিত কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে পরবর্তীকালে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ধারা ৬ এর দফা (খ), (চ) ও (ছ) এ বর্ণিত কলেজের জমি, একাডেমিক কার্যক্রম ও হাসপাতালের জন্য আনুপাতিক হারে ফ্লোর স্পেস, হাসপাতালের শয্যা ও অন্যান্য অবকাঠামো বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(২) একাডেমিক অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ প্রথম বার শিক্ষার্থী ভর্তির অনূন ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিবাহিত হইবার পর উপ-ধারা (১) এর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশসহ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার উহা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পরিদর্শন কমিটির নিকট সুপারিশসহ প্রতিবেদনের জন্য প্রেরণ করিবে।

(৪) সরকার, পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত এই আইনের অন্যান্য বিধানে বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে, সন্তুষ্ট হইলে আসন বৃদ্ধির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজের সক্ষমতার আলোকে বিবেচনা করিবে।

(৫) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সরকারের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ২০ (বিশ) আসন বিশিষ্ট ডেন্টাল ইউনিট স্থাপন করিতে পারিবে।

১৫। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।—(১) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে উহার শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত পরিকল্পনা অথবা শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে, কাউন্সিলের লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ শিক্ষাক্রম সম্পর্কে যদি অন্য কোনো আইন অনুযায়ী অন্য কোনো সংস্থার অনুমোদন গ্রহণ বাধ্যতামূলক হয়, তাহা হইলে সেই সংস্থার অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের শিক্ষকদের যোগ্যতা কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যকার অনুপাত হইবে ১:১০ (এক অনুপাত দশ)।

(৪) কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের কোনো বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষকের সংখ্যা সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদিত পদের শতকরা ২৫ (পঁচিশ) শতাংশের অধিক হইবে না।

(৫) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের ৫ (পাঁচ) শতাংশ আসন অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং প্রতি শিক্ষাবর্ষে উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা ভর্তির কার্যক্রম সমাপ্ত হইবার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে প্রশিক্ষণের নিমিত্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত কাঠামোতে, ক্লিনিক্যাল স্কিল ল্যাব থাকিতে হইবে।

(৭) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের সহিত ফিল্ড সাইট প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে একটি জেলা অথবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও একটি কমিউনিটি ক্লিনিক সংযুক্ত থাকিতে হইবে এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা অথবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সম্মতি থাকিতে হইবে।

১৬। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি, পরীক্ষা পরিচালনা, গবেষণা, ইত্যাদি।—(১) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের শিক্ষার্থী ভর্তি, পরীক্ষা পরিচালনা, গবেষণা, ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট কলেজ যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ও তদ্ব্যবহিত প্রণীত বিধি এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

(২) সরকার ও কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ শিক্ষার্থী ভর্তি করিবে।

(৩) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ উহার অনুমোদিত আসন সংখ্যার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত, আনুপাতিক হারে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করিতে পারিবে।

(৪) কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে অনুমোদিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাইবে না।

(৫) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে উহার বাৎসরিক বাজেটের, বিধি দ্বারা নির্ধারিত, নির্দিষ্ট অংশ গবেষণার নিমিত্ত বরাদ্দ ও ব্যয় করিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত দেশি ও বিদেশি শিক্ষার্থীর তালিকা প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ সরকারের অনুমতি ছাড়া নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করিতে পারিবে না।

১৭। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, ইত্যাদি—প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ, সরকারের অনুমোদনক্রমে উহার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য উপযুক্ত বেতন কাঠামো ও চাকরি সংক্রান্ত উপ-আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। পরিচালনা পর্ষদ।—(১) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উহা যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-বিধান অনুসারে একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেনো, পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান উদ্যোক্তাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন এবং পরিচালনা পর্ষদে চেয়ারম্যান ছাড়াও উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ সদস্য থাকিবে।

(৩) পরিচালনা পর্ষদে সরকার, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত উহার এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে।

১৯। অন্যান্য কমিটি।—(১) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ কমিটিসমূহ থাকিবে, যথা :—

- (ক) ব্যবস্থাপনা কমিটি;
- (খ) অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি;
- (গ) একাডেমিক কমিটি; এবং
- (ঘ) শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ কমিটি।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কমিটি ছাড়াও সরকার, প্রয়োজনে, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে আরও কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত কমিটিসমূহ পরিচালনা পর্ষদের নিকট দায়ী থাকিবে এবং কমিটিসমূহের গঠন ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২০। অর্থায়নের উৎস।—বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের অর্থের উৎস হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

- (ক) কোনো জনকল্যাণকামী ব্যক্তি, ব্যক্তি গোষ্ঠী, দাতব্য ট্রাস্ট বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিঃশর্তভাবে প্রদত্ত দান;
- (খ) কোনো জনকল্যাণকামী ব্যক্তি, ব্যক্তি গোষ্ঠী, দাতব্য ট্রাস্ট বা প্রতিষ্ঠান বা সরকার হইতে প্রাপ্ত ঋণ;
- (গ) কোনো জনকল্যাণকামী ব্যক্তি, ব্যক্তি গোষ্ঠী, দাতব্য ট্রাস্ট বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (ঘ) শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত ফি;
- (ঙ) বিভিন্ন খাতে সৃষ্ট সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের নিজস্ব আয়; এবং
- (চ) সরকার বা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য উৎস।

২১। সাধারণ তহবিল।—(১) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের একটি সাধারণ তহবিল থাকিবে এবং উক্ত সাধারণ তহবিলে শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে সংগৃহীত বেতন, ফি এবং অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে সাধারণ তহবিল পরিচালিত হইবে।

(৩) সরকারের অনুমোদনক্রমে সাধারণ তহবিলের অর্থ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৪) প্রত্যেক অর্থ বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং সংরক্ষিত তহবিল ও সাধারণ তহবিলের হিসাব সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ বা উহার পক্ষে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত, দেশের বাহিরের কোনো উৎস হইতে কোনো তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে না বা তহবিলের কোনো অংশ বাংলাদেশের বাহিরে প্রেরণ করিতে পারিবে না।

(৬) কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের সাধারণ তহবিলের অর্থ উক্ত কলেজের প্রয়োজনীয় ব্যয় ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে না।

২২। শিক্ষার্থী ফি।—(১) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজের সকল শিক্ষার্থীর ভর্তি ফি সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত হইবে।

(২) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানদণ্ডে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ শিক্ষার্থীর মাসিক টিউশন ফিসহ অন্যান্য ফি এর কাঠামো সংশ্লিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারণ করিয়া কাউন্সিলকে অবহিত করিবে এবং কাউন্সিল অবহিত হইবার পর প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করিবে।

(৩) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি ফি বা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত এবং কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত টিউশন ফি এর অতিরিক্ত ভর্তি ফি বা টিউশন ফি আদায় করা যাইবে না।

২৩। পরিদর্শন।—(১) পরিদর্শন কমিটি, এই আইন ও বিধির বিধানাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক পরিচালিত হইতেছে কি না, তাহা নিশ্চিত হইবার জন্য প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের পর প্রথম ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক বৎসরে অনূন্য ১ (এক) বার এবং পরবর্তীকালে প্রত্যেক ২ (দুই) বৎসরে অনূন্য ১ (এক) বার করিয়া নিয়মিত পরিদর্শন করিবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন সরকারের বিবেচনার জন্য দাখিল করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়মিত পরিদর্শন ছাড়াও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে অনুমোদিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার তথ্য অবগত হওয়া, কার্যক্রম অবলোকন করা এবং অন্যান্য যে কোনো অত্যাব্যস্থিকার্য কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য পরিদর্শন কমিটি যে কোনো সময় যে কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ আকস্মিক পরিদর্শন বা বিশেষ পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(৩) কোনো অভিযোগকারীর সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ তদন্তের ক্ষেত্রে এবং আকস্মিক পরিদর্শন ব্যতীত, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ ও তৎসংশ্লিষ্ট হাসপাতালের কার্যক্রম পরিদর্শনের লক্ষ্যে উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন পরিদর্শনের নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় কলেজ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন যে কোনো প্রকারের পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ কর্তৃপক্ষ পরিদর্শন কমিটিকে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৫) বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ পরিচালনা বা হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে এই আইন বা বিধির কোনো বিধান প্রতিপালিত হয় নাই মর্মে যদি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সরকার সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে যথাযথ বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান করিয়া, লিখিত আদেশ দ্বারা, এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি অনুসরণে ব্যর্থতার দায়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৪। অনুমোদন স্থগিত বা বাতিল।—(১) কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ প্রাথমিক নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্তির ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ করিতে ব্যর্থ হইলে বা কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে সাময়িকভাবে ভর্তি স্থগিতাদেশ প্রদান করা হইলে এবং উক্ত স্থগিতাদেশ প্রদানের ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় চালু করিতে ব্যর্থ হইলে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর অধীন প্রদত্ত প্রাথমিক নীতিগত অনুমোদন ও ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত একাডেমিক অনুমোদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের সাময়িক পরিচালনার ক্ষেত্রে বা উহার একাডেমিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হইলে, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বা একাডেমিক পরিবেশের নিরাপত্তা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে বা এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, সরকার, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বা কোনো সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে, উক্ত বিষয়ে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তদন্ত করিতে পারিবে।

(৩) তদন্তে অভিযোগটি সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলে সরকার যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় উক্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের অনুমোদন স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে বা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুদ্ধ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ কর্তৃপক্ষ উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার লক্ষ্যে সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সরকার উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং এতদ্বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) উপ-ধারা (১) বা (৩) এর অধীন কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের অনুমোদন বাতিল হওয়ার কারণে কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে অথবা কোনো শিক্ষক, কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, উক্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ সরকারের নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী বা ক্ষেত্রমত, শিক্ষক ও কর্মচারীকে সরকার যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান উপযুক্ত মর্মে বিবেচনা করিবে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত পরামর্শক্রমে শিক্ষার্থীদেরকে সুবিধাজনক অন্য কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে মাইগ্রেশনের ব্যবস্থা করিবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিমিত্ত, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত কলেজের সংরক্ষিত তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবে।

২৫। **সম্পত্তি হস্তান্তর।**—প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সরকার এবং উক্ত মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

২৬। **চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।**—প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮-সহ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

২৭। **শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহণ না করিবার দণ্ড।**—যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত পরিকল্পনা অথবা শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে কাউন্সিলের লিখিত অনুমোদন গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৮। **৫ (পাঁচ) শতাংশ আসন অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত না রাখিবার দণ্ড।**—যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের ৫ (পাঁচ) শতাংশ আসন অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত না রাখেন এবং প্রতি শিক্ষাবর্ষে উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা ভর্তির কার্যক্রম সমাপ্ত হইবার

১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৯। অনুমোদিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করিবার দণ্ড।—যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে অনুমোদিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩০। সরকারের অনুমতি ব্যতীত নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করিবার দণ্ড।—যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুযায়ী সরকারের অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে কোনো নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩১। সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করিবার দণ্ড।—যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ২৫ এর বিধান অনুযায়ী বেসরকারি মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সরকার এবং উক্ত মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩২। নীতিগত অনুমোদন বা একাডেমিক অনুমোদন ব্যতীত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপন বা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দণ্ড।—যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন সরকারের নিকট হইতে প্রাথমিক নীতিগত অনুমোদন বা ক্ষেত্রমত, একাডেমিক অনুমোদন ব্যতীত বাংলাদেশের কোনো স্থানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপন বা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা—এই আইনের ধারা ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ এবং ৩২ এ উল্লিখিত, ‘ব্যক্তি’ বলিতে কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান কে বুঝাইবে।

৩৩। অপরাধের বিচারার্থ গ্রহণ, তদন্ত, বিচার, ইত্যাদি।—(১) সরকার বা সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোনো আদালত এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য ও আপসযোগ্য হইবে।

(৪) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার অধীন অপরাধের অভিযোগ তদন্ত, বিচার, আপিল সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৩৪। অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা।—Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর Section 32 এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনের ধারা ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ও ৩২ এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থদণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

৩৫। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ প্রত্যেক অর্থ বৎসরে উহার আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তুতপূর্বক পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া সংরক্ষণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত হিসাব প্রত্যেক অর্থ বৎসরে Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) এ সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা নিরীক্ষা করা হইতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের যে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) প্রত্যেক অর্থ বৎসরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকার ও কাউন্সিলের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রাপ্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে সরকার যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩৬। প্রতিবেদন।—প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

৩৭। এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে স্থাপিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ সংক্রান্ত বিধান।—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে স্থাপিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে এই আইন কার্যকর হইবার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে এই আইন এবং উহার অধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি প্রতিপালন সাপেক্ষে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ইতঃপূর্বে স্থাপিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের ক্ষেত্রে ধারা ৬ এর দফা (এ৩) এ বর্ণিত শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে স্থাপিত কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ উপ-ধারা (১) এর অধীন বর্ণিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন গ্রহণে ব্যর্থ হইলে, সরকার উক্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে বন্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে।

৩৮। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।—এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৩৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪০। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মূল বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে মূল বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সচিব।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ  গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩ আশ্বিন, ১৪৩০/১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩ আশ্বিন, ১৪৩০ মোতাবেক ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৩ সনের ৩০ নং আইন

চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা কার্যক্রমকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান এবং চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানকারীদের মান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করিবার লক্ষ্যে কাউন্সিল প্রতিষ্ঠাসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

(১৩১৬১)

মূল্য : টাকা ১২.০০

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

- (১) “অ্যাক্রেডিটেশন” অর্থ নির্ধারিত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি;
- (২) “অ্যাক্রেডিটেশন সনদ” অর্থ ধারা ১৬ এর অধীন কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাক্রেডিটেশন সনদ;
- (৩) “কমিটি” অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কমিটি;
- (৪) “কাউন্সিল” অর্থ এই আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল;
- (৫) “চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান” অর্থ চিকিৎসক, ডেন্টাল সার্জন, নার্স ও চিকিৎসা সহায়তাকারীসহ চিকিৎসা পেশাজীবীদের ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- (৬) “চেয়ারম্যান” অর্থ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান;
- (৭) “নির্ধারিত মানদণ্ড” অর্থ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড;
- (৮) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
- (৯) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
- (১০) “রেজিস্ট্রার” অর্থ কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার; এবং
- (১১) “সদস্য” অর্থ কাউন্সিলের সদস্য।

৩। আইনের প্রাধান্য।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিটেশনের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলি, সভা, ইত্যাদি

৪। কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও চুক্তি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। কাউন্সিলের কার্যালয়।—(১) কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার আঞ্চলিক বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। কাউন্সিলের গঠন।—(১) কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

- (ক) একজন চেয়ারম্যান;
- (খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়নের সহিত সম্পৃক্ত অধ্যাপক পদমর্যাদার ২ (দুই) জন চিকিৎসক;
- (গ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর;
- (ঘ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;
- (ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত চিকিৎসা শিক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয়দানকারী মেডিক্যাল কলেজের ১ (এক) জন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ডেন্টাল কলেজ বা ইনস্টিটিউটের ১ (এক) জন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, নার্সিং কলেজ বা ইনস্টিটিউটের ১ (এক) জন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি এর এক (১) জন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের ১ (এক) জন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ;
- (চ) অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ;
- (ছ) অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;
- (জ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর;
- (ঝ) সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস;
- (ঞ) সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল;
- (ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিনগণের মধ্য হইতে ১ (এক) জন ডিন;
- (ঠ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যান্য যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মকর্তা;
- (ড) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পরিচালক পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মকর্তা;
- (ঢ) পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর;
- (ণ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার; এবং
- (ত) সরকার কর্তৃক মনোনীত 'অলটারনেটিভ মেডিসিন' বিষয়ে অভিজ্ঞ সহকারী অধ্যাপক বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার ১ (এক) জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক; এবং
- (থ) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) ধারা ৬ এর উপধারা (১) এর দফা (ক), (ঙ), (ত) এবং (থ) তে উল্লিখিত মনোনীত সদস্যগণ পূর্ণকালীন এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ খণ্ডকালীন সদস্য হইবেন।

৭। চেয়ারম্যান।—(১) কাউন্সিলের, সরকার কর্তৃক মনোনীত, একজন চেয়ারম্যান থাকিবে, যিনি অধ্যাপক পদমর্যাদার ১ (এক) জন জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক হইবেন।

(২) চেয়ারম্যানের নিয়োগের শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে এবং তিনি কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করিবেন ও কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে পরবর্তী ৪ (চার) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান সরকার বরাবর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সরকার কর্তৃক উক্ত পদত্যাগপত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

(৫) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্যপদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণকালীন সদস্যগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতম সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৮। সদস্য পদের মেয়াদ ও পদত্যাগ।—(১) ধারা ৬ এর উপধারা (১) এর দফা (খ), (ঙ), (ট), (ণ) এবং (ত) এ উল্লিখিত কাউন্সিলের মনোনীত সদস্যগণের পদের মেয়াদ হইবে তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৪ (চার) বৎসর।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত যে কোনো মনোনীত সদস্য কাউন্সিলের মাধ্যমে সরকার বরাবর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সরকার কর্তৃক উহা গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান এবং উপধারা (১) এ উল্লিখিত মনোনীত সদস্যগণ পর পর ২ (দুই) মেয়াদের অধিক সংশ্লিষ্ট পদে বহাল থাকিতে পারিবেন না।

(৪) উপধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো মনোনীত সদস্যের পদ কোনো কারণে শূন্য হইলে উক্ত পদের নির্ধারিত মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের জন্য সরকার নূতন কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।

৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যপদে অযোগ্যতা ও অপসারণ।—(১) কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা মনোনীত সদস্য হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি—

- (ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;
- (খ) সরকারি চাকুরি হইতে চাকুরিচ্যুত হন;
- (গ) নৈতিক স্বলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন;
- (ঘ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;
- (ঙ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; এবং
- (চ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণখেলাপি হিসাবে ঘোষিত হন।

(২) সরকার, যে কোনো সময়, আদেশ দ্বারা, চেয়ারম্যান বা যে কোনো সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবে।

১০। কাউন্সিলের সভা।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কাউন্সিল উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান কাউন্সিলের সভা আহ্বান করিবেন এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৪ (চার) মাসে কাউন্সিলের অনূন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) কাউন্সিলের সভার কোরামের জন্য অন্যান্য ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

(৫) কাউন্সিল সভায় চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১১। কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

- (ক) দেশি ও বিদেশি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই আইনের অধীন অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান ও নবায়ন এবং সনদ প্রত্যাহ্যান, স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ;
- (খ) চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মানদণ্ড অনুযায়ী শর্ত নির্ধারণ এবং উক্ত শর্তের মানোন্নয়ন;
- (গ) বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমের মানদণ্ড পর্যালোচনা এবং উক্ত কার্যক্রম উন্নত করিবার লক্ষ্যে শিক্ষামূলক উদ্যোগ গ্রহণ, অধ্যয়ন এবং গবেষণা পরিচালনা;
- (ঘ) অ্যাক্রেডিটেশনের মানদণ্ড নির্ধারণ, অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদনকারী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাকমূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন, পরামর্শ আহ্বান, প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও পরিদর্শনসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;
- (ঙ) চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অ্যাক্রেডিটেশন হ্যান্ডবুক, গাইডলাইন, ফ্রেমওয়ার্ক ও ক্ষেত্র নির্ণয় এবং উহাদের উন্নয়ন;
- (চ) চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানে প্রাক্জরিপ সম্পাদন;
- (ছ) চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত সংবলিত নিবন্ধন বহি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;
- (জ) চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের মানদণ্ড নির্ধারণে 'সেন্টার অব রেফারেন্স' হিসাবে কার্য সম্পাদন;
- (ঝ) অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দক্ষতা নিশ্চিতকরণ;
- (ঞ) অ্যাক্রেডিটেশনের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদান ও গ্রহণ;
- (ট) অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি, অ্যাক্রেডিটেশন কর্মকান্ডের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন, গবেষণা কার্যক্রমের মানোন্নয়ন এবং অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক তথ্যাদির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- (ঠ) সরকারের অনুমোদনক্রমে কাউন্সিলের জনবল নিয়োগ এবং কর্মচারীদের দায়িত্ব, ক্ষমতা, পারিশ্রমিক, ভাতা, সম্মানি, সুবিধা, আচরণবিধি ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাসহ চাকুরির শর্ত নির্ধারণ;
- (ড) সরকারের নিকট অ্যাক্রেডিটেশন প্রতিবেদন পেশ, প্রয়োজনে পরামর্শ গ্রহণ ও প্রদান এবং সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন;

- (ঢ) অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত প্রতিবেদন, রিটার্ন, বিবৃতি, প্রাতিষ্ঠানিক নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য গ্রহণ ও পরিবীক্ষণ;
- (ণ) প্রাতিষ্ঠানিক নিরীক্ষা পরিচালনা; এবং
- (ত) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন।
- (২) কাউন্সিল উহার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের জন্য সরকারের নিকট দায়ী থাকিবে।

১২। উপদেষ্টা পরিষদ, ইত্যাদি।—(১) কাউন্সিলকে সাধারণ দিকনির্দেশনা প্রদান ও কাউন্সিলের কার্যাবলি তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে, যথা:—

- (ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন; তবে একই সংগে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী উক্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিলে মন্ত্রী সভাপতি এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অপর দুইজন বা একজন সহ-সভাপতি হইবেন;
- (খ) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ;
- (গ) চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন;
- (ঘ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল;
- (ঙ) ভাইস-চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়;
- (চ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল; এবং
- (ছ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপদেষ্টা পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) উপদেষ্টা পরিষদের সভা উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বৎসর উপদেষ্টা পরিষদের অন্যান্য ১ (এক) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) উপদেষ্টা পরিষদের সকল সভায় উহার সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপদেষ্টা পরিষদের কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

১৩। কমিটি।—(১) অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদনকারী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোর্সসমূহের অ্যাক্রেডিটেশনের আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রস্তুতসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্য সম্পন্নের লক্ষ্যে কাউন্সিল উহার সদস্যগণের সমন্বয়ে টেকনিক্যাল কমিটি ও অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি গঠন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহার সদস্য বা, ক্ষেত্রমত, কর্মচারীগণের সমন্বয়ে, প্রয়োজনে, অন্যান্য কমিটি গঠন করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে যে কোনো কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত (Co-opt) করিতে পারিবে।

(২) কমিটির সদস্য সংখ্যা এবং উক্ত সদস্যদের যোগ্যতা, নিয়োগ, কার্যপদ্ধতি ও দায়িত্ব প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। ফ্রেমওয়ার্ক।—কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রবিধান দ্বারা, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অ্যাক্রেডিটেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৫। মানদণ্ড নির্ধারণ।—কাউন্সিল, প্রবিধান দ্বারা, অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের মানদণ্ড নির্ধারণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকারের অনুমোদনক্রমে, কাউন্সিল মানদণ্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অ্যাক্রেডিটেশন সনদ, ইত্যাদি

১৬। অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান।—(১) কোনো চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রথমে নিজস্ব জরিপ সম্পন্ন করিতে হইবে এবং পরবর্তীকালে কাউন্সিল কর্তৃক প্রাক্জরিপ ও আনুষ্ঠানিক জরিপ সম্পন্ন করত উহার প্রতিবেদন কাউন্সিলের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে, কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অ্যাক্রেডিটেশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কাউন্সিল—

- (ক) নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক জরিপ প্রতিবেদন পর্যালোচনাসহ চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম ও আনুষঙ্গিক তথ্যাবলি, প্রয়োজনে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিবে;
- (খ) অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রয়োজনে অধিকতর তথ্য যাচনা করিতে পারিবে;
- (গ) তথ্যের অসংগতি, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, শিক্ষা কার্যক্রমের মান অনুত্তীর্ণসহ অন্যান্য অযোগ্যতা প্রতীয়মান হইলে আবেদন বাতিল করিতে পারিবে;
- (ঘ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ করিবার জন্য আবেদনকারীকে সুযোগ প্রদান করা সমীচীন মনে হইলে উক্ত শর্তাবলি পূরণ ও মানোন্নয়নের জন্য আবেদনকারীকে উহার আলোকে প্রয়োজনীয় সময় প্রদান করিবে; এবং
- (ঙ) অ্যাক্রেডিটেশনের শর্তাবলি পূরণ ও মানোন্নয়ন সাপেক্ষে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সক্ষমতা অনুযায়ী অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করিবে।

(৪) অ্যাক্রেডিটেশনের আবেদন ফরম, আবেদন পদ্ধতি, আবেদন যাচাই-বাছাই, অ্যাক্রেডিটেশনের শর্ত, সনদ প্রদান, সনদ নবায়ন ও নবায়নের মেয়াদ, সনদ প্রত্যাহার, সনদ স্থগিত বা বাতিল, সনদ বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ও পুনর্বিবেচনা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাসহ অন্যান্য বিষয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৭। অ্যাক্রেডিটেশন সনদের মেয়াদ ও নবায়ন।—(১) অ্যাক্রেডিটেশন সনদের মেয়াদ হইবে ৫(পাঁচ) বৎসর।

(২) অ্যাক্রেডিটেশন সনদের মেয়াদ শেষ হইবার অনূ্যন ৬ (ছয়) মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট সনদ নবায়নের জন্য নির্ধারিত ফিসহ নির্ধারিত ফরমে কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

১৮। অ্যাক্রেডিটেশন ফি ও নবায়ন ফি।—কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অ্যাক্রেডিটেশন ফি এবং নবায়ন ফি নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৯। অ্যাক্রেডিটেশন সনদ সংরক্ষণ ও প্রদর্শন।—অ্যাক্রেডিটেশন সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত সনদ সংরক্ষণ এবং, প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে, চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাকে প্রদর্শন করিতে হইবে।

২০। তথ্য সংগ্রহ।—কাউন্সিল, প্রয়োজনে, অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদনকারী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা অ্যাক্রেডিটেশন সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে যে কোনো তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে।

২১। নিষেধাজ্ঞা ও জরিমানা।—(১) অ্যাক্রেডিটেশন সনদ গ্রহণ ব্যতিরেকে কোনো চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উহাকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদপ্রাপ্ত বলিয়া বিজ্ঞাপন দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে প্রচার করিতে পারিবে না এবং উক্ত বিষয়ে কোনো তথ্য নির্দেশিকা বা পুস্তিকা প্রকাশ করিতে পারিবে না।

(২) কোনো চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিটেশন সনদ স্থগিত, বাতিল বা প্রত্যাহার করা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত সনদ সমর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে উক্ত ব্যক্তির নিকট কোনোরূপ ভুল তথ্য উপস্থাপন বা কোনো তথ্য গোপন করা যাইবে না।

(৪) এই ধারার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিটেশন সনদ স্থগিত, প্রত্যাহার বা বাতিল এবং উহার অতিরিক্ত হিসাবে কাউন্সিল, তৎকর্তৃক নির্ধারিত হারে, প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

২২। অ্যাক্রেডিটেশন সনদ বাতিল প্রক্রিয়া।—অ্যাক্রেডিটেশন সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানে উল্লিখিত শর্ত বা নির্ধারিত মানদণ্ড লঙ্ঘন করিলে বা প্রতিপালন করিতেছে না মর্মে কাউন্সিলের নিকট প্রতীয়মান হইলে, যথাযথ অনুসন্ধান সাপেক্ষে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানপূর্বক, কাউন্সিল উক্ত প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিটেশন সনদ বাতিল করিতে পারিবে।

২৩। প্রশাসনিক আদেশ পুনর্বিবেচনা ও আপিলের আবেদন।—(১) কোনো চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আদেশ প্রদত্ত হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান, প্রয়োজন মনে করিলে, আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, কাউন্সিলের নিকট উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং কাউন্সিল উক্ত আবেদন ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিবেচনান্তে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(২) কোনো চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উপধারা (৩) এর অধীন গঠিত আপিল বোর্ডের নিকট আপিল করিতে পারিবে এবং আপিল বোর্ড ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিবে এবং বিবেচ্য ক্ষেত্রে আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ সদস্যগণের সমন্বয়ে আপিল বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:—

- (ক) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ (এক) জন অবসরপ্রাপ্ত উপাচার্য; এবং
- (গ) সরকার কর্তৃক মনোনীত চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবায় নিয়োজিত অধ্যাপক পদমর্যাদার ১ (এক) জন চিকিৎসক।

(৪) আপিল বোর্ডের সদস্যদের মেয়াদ, আপিল নিষ্পত্তি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৪। তথ্যের গোপনীয়তা।—কাউন্সিলের কোনো সদস্য বা কর্মচারী বা কমিটি কর্তৃক এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোনো বিবরণ বা সরবরাহকৃত তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ বা পরিদর্শন রিপোর্ট গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীনে কোনো মামলার কারণে কোনো তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান বাধা হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায় জনবল নিয়োগ, ইত্যাদি

২৫। রেজিস্ট্রার নিয়োগ।—(১) কাউন্সিলের ১ (এক) জন রেজিস্ট্রার থাকিবে।

(২) রেজিস্ট্রারের পদ শূন্য হইলে কিংবা অসুস্থতাজনিত বা অন্য কোনো কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা রেজিস্ট্রার পুনরায় স্থায়ী দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, কাউন্সিলের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে সর্বোচ্চ পদমর্যাদাধারী কর্মচারী রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) রেজিস্ট্রার কাউন্সিলের সার্বক্ষণিক কর্মচারী হইবেন এবং তিনি—

- (ক) কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;
- (খ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদন করিবেন;
- (গ) কাউন্সিলের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন; এবং
- (ঘ) চেয়ারম্যানের নির্দেশনা অনুযায়ী কাউন্সিলের সামগ্রিক মানদণ্ড পরিচালনা ও সম্পাদন করিবেন।

২৬। কর্মচারী নিয়োগ।—(১) কাউন্সিল, উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত কর্মচারীগণের চাকুরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
চুক্তি, তহবিল, হিসাবরক্ষণ ইত্যাদি

২৭। চুক্তি।—কাউন্সিল উহার কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো দেশি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং বিদেশি সরকার কিংবা বিদেশি বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

২৮। তহবিল।—(১) কাউন্সিলের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ তহবিলে জমা হইবে, যথা:—

- (ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (খ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সেবা হইতে প্রাপ্ত আয়;
- (গ) কাউন্সিল কর্তৃক ধার্যকৃত ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;
- (ঘ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা; এবং
- (ঙ) কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়।

(৩) তহবিলের অর্থ, কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে, কোনো তপশিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং চেয়ারম্যান ও রেজিস্ট্রারের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের হিসাব পরিচালিত হইবে।

ব্যাখ্যা:— উপধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “তপশিলি ব্যাংক” অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President’s Order 127 of 1972) এর Article 2 (j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank।

(৪) তহবিলের অর্থ বা উহার অংশবিশেষ কাউন্সিল, প্রয়োজন অনুযায়ী, সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বৈধ খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) তহবিল হইতে কাউন্সিলের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে, তবে কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় সকল ব্যয়ের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

২৯। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।—(১) কাউন্সিল পরবর্তী অর্থ-বৎসরের জন্য ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সরকারের নিকট বার্ষিক বাজেট পেশ করিবে এবং উহাতে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের জন্য সরকারের নিকট হইতে কাউন্সিলের কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ করিবে।

(২) বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৩০। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) কাউন্সিল উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব-নিরীক্ষক বলিয়া অভিহিত, প্রত্যেক বৎসর কাউন্সিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষা রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

(৩) উপধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b)-তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant দ্বারা কাউন্সিলের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কাউন্সিল এক বা একাধিক Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত Chartered Accountant এতদুদ্দেশ্যে কাউন্সিল কর্তক নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) উপধারা (২) ও (৩) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা, ক্ষেত্রমত, Chartered Accountant কাউন্সিলের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, কোনো সদস্য এবং কাউন্সিলের কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

৩১। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।—(১) প্রত্যেক অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে কাউন্সিল পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে এবং প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, কাউন্সিলের নিকট হইতে যে কোনো সময়ে উহার যে কোনো কার্যের প্রতিবেদন বা বিবরণী যাচনা করিতে পারিবে এবং কাউন্সিল উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ

৩২। **ক্ষমতা অর্পণ**।—(১) কাউন্সিল বিশেষ বা সাধারণ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত শর্তাধীনে চেয়ারম্যান, কোনো সদস্য বা কাউন্সিলের কোনো কর্মচারীকে উহার যে কোনো ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান, প্রয়োজনবোধে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, উপধারা (১) এর অধীন তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা ব্যতীত, এই আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত যে কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব, লিখিত আদেশ দ্বারা, কাউন্সিলের কোনো কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৩৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৪। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—কাউন্সিল, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৫। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস

তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd